মুক্তিপথের খোঁজে

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

সংকলন ও অনুবাদ

তাইব হোসেন

নিরীক্ষণ

উসতায শাইখুল ইসলাম

প্রকাশনা বিভাগ, ইলমওয়েব

সূচি

এক

- হিদায়াত | ২১

দুই

- মিল্লাতু ইবরাহিম | ২১
    - হানিফিয়াহ কী | ২১
    - আভিধানিক অর্থ | ২৩
    - আভিধানিক ও শরয়ি অর্থের মাঝে সম্পর্ক | ২৪
    - হানিফিয়াহ ও ইসলাম | ২৪
    - হানিফিয়াহ ও আহনাফ | ২৭
    - একটি স্বপ্ন | ২৭
    - মিল্লাতু ইবরাহিম | ৩২
    - কেন নবি ইবরাহিম | ৩৭
    - আলাইহিস সালাম | ৩৮
    - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম | ৩৯
    - 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' বলা কি ওয়াজিব? | ৪২

তিন

- ইবাদত | ৪৩
    - ইবাদতের সংজ্ঞা | ৪৩
    - কেন ইবাদতের আদেশ | ৪৬
    - ইবাদত আল্লাহর হক | ৪৯
    - ইবাদতে কার লাভ | ৫২

চার

- তাওহিদ : রুবুবিয়াহ ও উলুহিয়াহ | ৫৫
    - রুবুবিয়াহ ও উলুহিয়াহ | ৫৫
    - রুবুবিয়াহ উলুহিয়াহর অন্তর্ভুক্ত | ৫৬
    - উলুহিয়াহ রুবুবিয়াহর অন্তর্ভুক্ত নয় | ৫৭
    - রুবুবিয়াহ উলুহিয়াতকে অপরিহার্য করে | ৫৮
    - মক্কার কুরাইশদের বিশ্বাস | ৬০
    - শেষ কথা | ৬১

পাঁচ

- সৎ কাজের ওয়াসিলা | ৬৩
    - বিধান | ৬৩
    - সাওয়াব হ্রাস পাবে কি না | ৬৮
    - এক আমলে একাধিক দুআ | ৭০

ছয়

- শিশুমনে আল্লাহর ভালোবাসা | ৭৩
    - তাওহিদ দিয়ে শুরু | ৭৩
    - দয়া ও ভালোবাসা | ৭৪
    - শিশুর মনোবৃত্তি | ৭৪
    - তাকে শিক্ষা দিন | ৭৬
    - বাবা-মায়ের ভূমিকা | ৭৮

সাত

- সন্তানপ্রতিপালন : পাবলিক স্কুল প্রসঙ্গ | ৮১
    - মূলধন রক্ষা | ৮১
    - গড়ার সময় | ৮২
    - নিষিদ্ধ মেলামেশা | ৮৪
    - বিধর্মীদের উৎসব উদ্‌যাপন | ৮৫

মুসলিম স্বতন্ত্র জাতি | ৮৬
সমকামিতা : প্রচার-প্রসার ও বৈধকরণ | ৮৭
সন্তান আমানত | ৯১
তাওহিদ সবার আগে | ৯৫
পরিশেষ | ৯৮

আট

বন্ধুত্ব | ১০০
জান্নাতিদের আলোচনা | ১০০
বন্ধুত্বের বিধান | ১০১
পরিত্যাগ : কখন ও কেন | ১০২
বিদআত ও বিদআতি | ১০৬
আল্লাহওয়ালা বন্ধু নয়তো একাকিত্ব | ১০৭
সৎ সাহচর্য : উপায় ও মর্যাদা | ১০৯

নয়

মুরতাদ আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক | ১১৩
মুরতাদের বিধান | ১১৩
দাওয়াহ নয়তো পরিত্যাগ | ১১৫
ন্যূনতম দায়িত্ব | ১১৬
তারা আল্লাহকে চিনতে পারেনি | ১১৮

দশ

ফিলিস্তিন মুক্তির পথ | ১২০
জিহাদের শরয়ি অর্থ | ১২১
বিশেষ সংস্করণের ‘ইসলাম’ | ১২২
ইযযাহ ও সম্মান | ১২৫
শাসকের ছায়াতলে | ১২৭
ফিলিস্তিনিদের আত্মরক্ষা | ১২৯

পশ্চিমা দ্বিচারিতা | ১৩৩
বিজয়ের পথ | ১৩৫
কুরবানি ও আত্মত্যাগ | ১৩৭
তাওহিদ ও শরিয়াহই সমাধান | ১৩৮
এক উম্মাহ, এক দেহ | ১৪১

এগারো

সন্ধি না কি আপস | ১৪৩
সন্ধিচুক্তি | ১৪৩
স্বাভাবিকীকরণ | ১৪৪
আকিদাহর বিপর্যয় | ১৪৫
বিকৃতির ফলাফল | ১৪৮
করুণ বাস্তবতা | ১৪৯
ভ্রান্ত যুক্তি | ১৪৯
কী করেছিলেন তিনি | ১৫২
অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা | ১৫৪
সন্ধিচুক্তির বিধান | ১৫৫
বিজয় ওপর থেকে আসে | ১৫৭
শেষ কথা | ১৫৯

বারো

নির্যাতিত উম্মাহ : চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি | ১৬০
আশা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা | ১৬০
বিজয়ের মাপকাঠি | ১৬০
ইতিহাসের অন্ধকারে | ১৬৪
পরাজিত মানসিকতা | ১৬৬
আজকের উম্মাহ | ১৬৮
ক্রুসেডারদের পরিণতি | ১৭০
ক্রান্তিকাল | ১৭৩
চূড়ান্ত বিজয়ের প্রতিধ্বনি | ১৭৫

এক

হিদায়াত

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব বলেছেন,

أَرْشَدَكَ اللّٰهُ لِطَاعَتِهِ

‘আল্লাহ তাঁর আনুগত্যের দিকে তোমাকে হিদায়াত (পথপ্রদর্শন) দিন।’

তিনি বলেছেন, أَرْشَدَكَ (আরশাদাকা) অর্থাৎ তোমাকে হিদায়াত দিন। أَرْشَدَكَ এসেছে আর-রুশদু (الرشد) থেকে। অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে হকের ওপর সরলপথে পরিচালিত করুন। ‘আর-রাশাদ’ হলো হিদায়াতের পথ। আল্লাহ বলেন,

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ

‘মুমিন লোকটি বলল—হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আমার অনুসরণ করো, আমি তোমাদের সৎপথ দেখাব।’[১]

এই আয়াতে রাশাদ মানে সৎপথ বা হিদায়াত। মোটের ওপর হিদায়াত চারপ্রকার।

প্রথম প্রকার

আল-হিদায়াতুল আম্মাতুল মুশতারাকাহ বাইনাল খালক (الْهِدَايَةُ الْعَامَّةُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ الْخَلْقِ)। অর্থাৎ সাধারণ (ব্যাপক) নির্দেশনা, যা সমগ্র সৃষ্টির মাঝে ব্যাপক। কুরআনে এসেছে,

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ

‘আমাদের রব তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, এরপর পথপ্রদর্শন করেছেন।’[২]

---

[১] সুরা গাফির, ৪০ : ৩৮

[২] সুরা ত্ব-হা, ২০ : ৫০

তিনি যেমন প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, ঠিক তেমনি পথপ্রদর্শনও করেছেন। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে দৈহিক অবয়ব দান করেছেন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। আর প্রত্যেক অঙ্গের কী হিদায়াত, কেন সৃষ্টি করা হয়েছে, তার নির্দেশনাও দিয়েছেন। তিনি আকৃতিসহ স্বভাব-প্রকৃতি দিয়েছেন, আবার তা কোন উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে, তাও বেধে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় প্রকার

হিদায়াতুল বায়ানি ওয়াদ-দালালাহ ওয়াত-তারিফ লি নাজদায়িল খাইরি ওয়াশ-শার (هِدَايَةُ الْبَيَانِ وَالدَّلَالَةِ وَالتَّعْرِيفِ لِنَجْدَيْ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ)। অর্থাৎ স্পষ্টরূপে বর্ণনা ও নির্দেশনা দেয়া। সঠিক পথ ও ভ্রান্ত পথ পরিচয় করিয়ে দেয়া। মানুষের ভালো-মন্দ দুটোই বেছে নেয়ার স্বাধীনতা রয়েছে। কুরআনে এসেছে,

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

'প্রকৃতপক্ষে আমি তাকে দুটো পথ দেখিয়েছি।'[৩]

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ

'আর যারা সামুদ, আমি তাদেরকে প্রদর্শন করেছিলাম। এরপর তারা সৎপথের পরিবর্তে অন্ধ থাকাই পছন্দ করল।'[৪]

আরেক আয়াতে এসেছে,

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

'নিশ্চয়ই আপনি সরল পথ দেখান।'[৫]

তৃতীয় প্রকার

হিদায়াতুত তাওফিকি ওয়াল ইলহাম (هِدَايَةُ التَّوْفِيقِ وَالْإِلْهَامِ)। কেবল সত্য পথের হিদায়াত। এই হিদায়াত আল্লাহ তাঁর নেককার বান্দাদের দিয়ে থাকেন। নবি-রাসুলরা হিদায়াতের পথ দেখাতে পারেন, তবে হিদায়াত দেয়া সম্পূর্ণই আল্লাহর হাতে। মূলত নবিদের এই ধরনের

[৩] সুরা আল-বালাদ, ৯০ : ১০

[৪] সুরা ফুসসিলাত, ৪১ : ১৭

[৫] সুরা আশ-শুরা, ৪২ : ৫২

হিদায়াতের শক্তি দেয়া হয়নি। আল্লাহ তা প্রত্যাখ্যান করেছেন,

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ

‘আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনেন।’[৬]

আপনি যাকে চান হিদায়াত দিতে পারবেন না,

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿﴾ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

‘এমনিভাবে আমি আপনার কাছে এক মালাক[৭] পাঠিয়েছি আমার আদেশক্রমে। আপনি জানতেন না, কিতাব কী, ইমান কী। কিন্তু আমি একে করেছি নুর, যার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা পথ দেখাই। নিশ্চয়ই আপনি সরল পথপ্রদর্শন করেন। আল্লাহর পথ। আসমান-জমিনে যা কিছু আছে, সব তাঁরই।’[৮]

এই আয়াতে আল্লাহ বলছেন, নবি-রাসুলরা হিদায়াত করেন, তবে সেটিও আল্লাহর তাওফিকেই হয়ে থাকে। সফলতা আল্লাহই দেন। তাহলে দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের মাঝে পার্থক্যটা কী? দ্বিতীয় প্রকার হিদায়াতের অর্থ আপনার কাছে দুটো পথ রয়েছে। একটি সঠিক পথ, আরেকটি ভুল পথ। তো, ভুল পথ ছেড়ে সঠিক পথ ধরুন। এটি দ্বিতীয় প্রকার। আর তৃতীয় প্রকারের হিদায়াত হলো, প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ কর্তৃক হিদায়াতদান। আল্লাহ আমাদের তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

চতুর্থ প্রকার

আল-হিদায়াতু ইলাল জান্নাতি আও আন-নারি ইযা সিকাল ইনসানু ইলাইহিমা (الْهِدَايَةُ إِلَى الْجَنَّةِ أَوْ النَّارِ إِذَا سِيقَ الْإِنْسَان إِلَيْهِمَا)। অর্থাৎ জান্নাত বা জাহান্নামের পথে পরিচালিত করা। তিনি তাদের জান্নাতের দিকে পথপ্রদর্শন করবেন,

[৬] সুরা আল-কাসাস, ২৮ : ৫৬

[৭] প্রচলিত শব্দ ফেরেশতা। একবচনে মালাক, বহুবচনে মালায়িকাহ। [অনুবাদক]

[৮] সুরা আশ-শুরা, ৪২ : ৫২-৫৩

চার

তাওহিদ : রুবুবিয়াহ ও উলুহিয়াহ

রুবুবিয়াহ ও উলুহিয়াহ

তাওহিদুর রুবুবিয়াহ হচ্ছে আল্লাহর সকল কাজ-কর্মে তাঁর একত্বের স্বীকৃতি দেয়া। তিনিই একমাত্র জীবন-মৃত্যু দেন, একমাত্র তিনিই সৃষ্টি করেন, তিনিই রিযক দেন, তিনিই বৃষ্টিবর্ষণ করেন প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মে স্বীকৃতি দেয়া। তাওহিদুর রুবুবিয়াহর অপর নাম তাওহিদুল মারিফাহ ওয়াল ইসবাত অথবা তাওহিদুল ইলম। এ ধরনের নাম দেয়ার কারণ তাওহিদুর রুবুবিয়াহ কেবল অন্তরের স্বীকৃতি বা বিশ্বাসের সাথেই সম্পৃক্ত। অর্থাৎ তাওহিদুর রুবুবিয়াহতে বিশ্বাস ও স্বীকৃতির স্থান কেবল অন্তর।

তাওহিদুল উলুহিয়াহ হচ্ছে ইবাদতে বান্দার কাজ বা আমল, যা একমাত্র আল্লাহর জন্যই হতে হবে। এটি বান্দার সকল অভ্যন্তরীণ ও প্রকাশ্য ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিবেদিত করে। তাওহিদুল উলুহিয়াহর আরও কিছু নাম হলো, তাওহিদুল ইলাহিয়াহ, তাওহিদুত তালাব, তাওহিদুল ইবাদাহ, তাওহিদুল কাসদ, তাওহিদুল ইরাদাহ, তাওহিদুল আমাল।

> তাওহিদুর রুবুবিয়াহর জন্য যেমন তাওহিদুল ইলম, ঠিক এ ক্ষেত্রে তাওহিদুল আমাল। অর্থাৎ তাওহিদুর রুবুবিয়াহ শুধু অন্তরের বিশ্বাস, আর তাওহিদুল উলুহিয়াহ হচ্ছে আমলে বাস্তবায়ন। তাওহিদুল উলুহিয়াহতে অভ্যন্তরীণ ও প্রকাশ্য দুই আমলই শামিল বা অন্তর্ভুক্ত। প্রকাশ্য আমল যেমন, নুসুক[৯৪], সুজুদ, রুকু, সালাত, দুআ। অন্তরের আমল যেমন, রাজা (আশা-আকাঙ্ক্ষা), রাহবাহ (শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় বা শংকা), রাগবাহ (অনুরাগ, আগ্রহ) ইত্যাদি।

কারাগারে থাকাকালীন আমি নওমুসলিমদের তাওহিদের প্রকারভেদ পড়াতাম। তারা এ দুটোকে গুলিয়ে ফেলতেন। তাদের বলতাম, একটি তির চিহ্নের মাধ্যমে মনে রাখুন।

[৯৪] নুসুক অর্থ কুরবানি। কারও কারও মতে নুসুক সব ইবাদতকেই বোঝায়, কুরবানিও এর অন্তর্ভুক্ত। [অনুবাদক]

একটা তির চিহ্ন ওপর থেকে নিচে গেছে। এটি তাওহিদুর রুবুবিয়াহ। অর্থাৎ, এটি আল্লাহর কর্ম বোঝাচ্ছে। আল্লাহর কর্ম আমাদের ওপর নাযিল হয়। যেমন, জীবন-মৃত্যু দেয়া, বৃষ্টি বর্ষণ করা, রিযক দেয়া, সৃষ্টি করা, সার্বভৌমত্ব প্রভৃতি। এরপর আরেকটি তির চিহ্ন নিচ থেকে ওপরে গেছে। এটি আমাদের ইবাদত, যা একমাত্র আল্লাহর দিকে ওপরে যায়। একটি আল্লাহর কর্মের সাথে সম্পৃক্ত, আরেকটি আমাদের কর্মের সাথে সম্পৃক্ত। আলহামদুলিল্লাহ, এরপর তারা আর গুলিয়ে ফেলেননি।

রুবুবিয়াহ উলুহিয়াহর অন্তর্ভুক্ত

তাওহিদুর রুবুবিয়াহ তাওহিদুল উলুহিয়াহর মাঝেই শামিল বা অন্তর্ভুক্ত। যে তাওহিদুল উলুহিয়াহর ওপর পরিপূর্ণ ও একনিষ্ঠ বিশ্বাসের স্বীকৃতি দেয়, সে নিশ্চিতভাবেই একই রকম সঠিক, পরিপূর্ণ ও একনিষ্ঠ বিশ্বাস রাখবে তাওহিদুর রুবুবিয়াহর ওপর। যেমন, কেউ একজন বলল—আল্লাহ, আমাদেরকে বৃষ্টিতে সিক্ত করো। আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে তাঁর কাছে দুআ করাটাই হচ্ছে তাওহিদুল উলুহিয়াহ। সে তাওহিদুল উলুহিয়াহর ওপর পরিপূর্ণ ও একনিষ্ঠ বিশ্বাসের স্বীকৃতি দিচ্ছে। সে বৃষ্টির জন্য আল্লাহভিমুখী হচ্ছে। এর কারণ, একমাত্র আল্লাহই বৃষ্টি দিতে পারেন। বান্দা জানছে, বিশ্বাস করছে, স্বীকৃতি দিচ্ছে আল্লাহই একমাত্র বৃষ্টিদাতা। এটিই তো তাওহিদুর রুবুবিয়াহ।

বান্দা তাওহিদুল উলুহিয়াতে পরিপূর্ণ ও একনিষ্ঠ বিশ্বাসের স্বীকৃতি দিচ্ছে, দুআ করছে—ও আল্লাহ, আমাকে রিযক দাও। সে তার পুরো বিশ্বাসজুড়ে এই দুআতে তাওহিদুল উলুহিয়াহর স্বীকৃতি দিচ্ছে। যদি সে তাওহিদুল উলুহিয়াহতে বিশ্বাস করে, তবে সে এ বিশ্বাসও করবে যে, ইবাদতকে কেবল আল্লাহর দিকেই নিবেদিত করতে হবে। ফলে বান্দা রিযকের জন্য আল্লাহর দিকেই ধাবিত হবে। তাওহিদুল উলুহিয়াহর ওপর একনিষ্ঠ ইমান রাখার মানে হলো, স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তাওহিদুর রুবুবিয়াহর ওপর ইমান রাখা। একনিষ্ঠভাবে তাওহিদুল উলুহিয়াতে বিশ্বাস করা, আয়ত্ত্ব করা, প্রয়োগ করার মানেই হচ্ছে কোনো শরিক ছাড়া একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা।

> একজন আল্লাহর ইবাদত করছে, একমাত্র আল্লাহর জন্যই তার সব ইবাদত নিবেদন করছে, পরিপূর্ণভাবে ও একনিষ্ঠতার সাথে এই বিশ্বাসের স্বীকৃতি দিচ্ছে, কিন্তু সে তাওহিদুর রুবুবিয়াহতে বিশ্বাস করে না—এই কথার আসলে কোনো মানেই নেই।

আল্লাহর কাছে রিযক বা বৃষ্টির জন্য দ্বারস্থ হওয়ার কারণ, বান্দা বিশ্বাস করে আল্লাহ রাযযাক, তিনিই যাবতীয় রিযক দেন। তার বিশ্বাস আল্লাহ পুরো জগৎ নিয়ন্ত্রণ করছেন,

এর রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। যে তাওহিদুল উলুহিয়াহ প্রতিষ্ঠা করে, সে আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করে না। সে তাঁর ইবাদত, দুআ, সালাত, সিয়াম, হজ, খাওফ (ভয়ভীতি), রাজা, তাওয়াক্কুল, মানত প্রভৃতি ইবাদতে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়। এর মাধ্যমে তাওহিদুল উলুহিয়াকে পূর্ণতা দেয়। ইবাদতে একমাত্র আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়ার কারণ হচ্ছে, তাওহিদুর রুবুবিয়াহ কী সে তা জানে এবং সে এর ওপর ইমানের স্বীকৃতি দেয়। সে স্বীকৃতি দেয় আল্লাহই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযকদাতা, জগতের নিয়ন্ত্রণকারী, কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক, সৃষ্টি ও আদেশ তাঁরই, জীবন-মৃত্যুর মালিক তিনিই, তিনিই যাবতীয় সবকিছু পরিচালনা করেন।

তাওহিদুল উলুহিয়াহর একটি অংশ হচ্ছে তাওহিদুর রুবুবিয়াহ। তাওহিদুল উলুহিয়াহর স্বীকৃতি তাওহিদুর রুবুবিয়াহর স্বীকৃতিকে শামিল করে। তাওহিদুর রুবুবিয়াহর ওপর বিশ্বাস ও স্বীকৃতি ছাড়া তাওহিদুল উলুহিয়াহর ওপর খাঁটি বিশ্বাস অর্জন করা অসম্ভব। তাওহিদুর রুবুবিয়াহর ওপর বিশ্বাসের ফলাফলই হচ্ছে তাওহিদুল উলুহিয়াহ।

> তাওহিদুর রুবুবিয়াহর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছাড়া এমন কাউকেই পাওয়া যাবে না, যে একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করে। যে ব্যক্তি শরিকবিহীন ইবাদত করে, সে এও স্বীকৃতি দেয়, রুবুবিয়াত কেবল আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট।

নিচের বক্তব্যটি অনেকে সমকালীন উলামা কিরামের দিকে সম্পৃক্ত করেন। অথচ এটি ইমাম ইবনু তাইমিয়াহর উক্তি। তিনি তাঁর বই 'বায়ানু তালবিসিল জাহমিয়াহ' গ্রন্থে বলেন—তাওহিদুল উলুহিয়াহ তাওহিদুর রুবুবিয়াহকেও শামিল করে। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ বলেন,

> তাওহিদুল উলুহিয়াহ তাওহিদুর রুবুবিয়াহকেও শামিল করে। কেউ আল্লাহর ইবাদত করা মানেই হচ্ছে সে আল্লাহ ছাড়া আর কারও রুবুবিয়াতের স্বীকৃতি দেয় না। তবে তাওহিদুর রুবুবিয়াহ ব্যতিক্রম। অধিকাংশ মুশরিকই এর স্বীকৃতি দেয়।[৯৫]

উলুহিয়াহ রুবুবিয়াহর অন্তর্ভুক্ত নয়

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ বলেন,

> তবে তাওহিদুর রুবুবিয়াহ ব্যতিক্রম। অধিকাংশ মুশরিকই এর স্বীকৃতি দেয়।[৯৬]

[৯৫] ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ, বায়ানু তালবিসিল জাহমিয়াহ, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫৩৩

[৯৬] প্রাগুক্ত

দশ

ফিলিস্তিন মুক্তির পথ

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ

'আমরা বড় জিহাদ থেকে ছোট জিহাদে আসলাম।'[২১৩]

দাইলামি এটা বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটা বিশুদ্ধ নয়। ইমাম বাইহাকিও বর্ণনা করেছেন, আর বলেছেন এটা দয়িফ।[২১৪] ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ বলেন, এর কোনো ভিত্তি (মূল সূত্র) নেই। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস হিসেবে আহলুল ইলম এটা বর্ণনা করেননি।[২১৫] ইমাম সুয়ুতি বলেন, এটা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্পৃক্তযোগ্য নয়।[২১৬] অতএব, এই বর্ণনা মুনকার হিসেবে সাব্যস্ত হয়।[২১৭] এটা আসলে দয়িফ নয়, বরং বানোয়াট।

বানোয়াট হাদিস রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্পৃক্ত করা খুবই বিপজ্জনক। আলোচ্য ক্ষেত্রে তো বিষয়টা আরও বিপজ্জনক। এই বানোয়াট হাদিস আজকের যুগে বারবার ব্যবহার করা হয়। বড়ই কূটকৌশলে বর্ণনাটা ব্যবহার করা হয়। তাদের মতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট জিহাদ থেকে ফিরে এসেছেন। ছোট জিহাদ বলতে তারা বোঝাচ্ছে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা, অর্থাৎ স্বশরীরের জিহাদ।

---

[২১৩] এটা হাদিস নয়। হাদিস হিসেবে এর বর্ণিত সনদ অগ্রহণযোগ্য, পরিত্যাজ্য। বরং এটা ইবরাহিম ইবনু আবি আবালাহ নামক এক ব্যক্তির উক্তি হিসেবে এক বর্ণনায় পাওয়া যায়। যা ইবনু আসাকির তারিখু দিমাশক গ্রন্থে ইমাম নাসায়ির সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতে উল্লেখ আছে, ইবনু আবি আবালাহ যুদ্ধফেরত লোকদের দেখে বলছিল, 'তোমরা তো ছোট জিহাদ থেকে এলে। বড় জিহাদের কী করলে?' লোকজন জিজ্ঞেস করল—বড় জিহাদ কোনটি? সে বলল—অন্তরের জিহাদ। (ইবনু আসাকির, তারিখু দিমাশক, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪৩৮, জীবনী নং : ৪১৫)। [নিরীক্ষক]

[২১৪] বাইহাকি, আয-যুহদুল কাবির, হাদিস নং : ৩৭৩

[২১৫] ইবনু তাইমিয়াহ, আল-ফুরকান বাইনা আওলিয়ায়ির রাহমান ওয়া আওলিয়ায়িশ শাইতান, পৃষ্ঠা : ৫৬

[২১৬] যাইনুদ্দিন আল-মুনাওয়ি, আল-ফাতহুস সামাওয়ি, হাদিস নং : ৩৯৩

[২১৭] আলবানি, সিলসিলা দয়িফাহ, হাদিস নং : ২৪৬০

আর বড় জিহাদে ফিরে এসেছে বলতে আত্মিক জিহাদ বোঝায় নাফসের সাথে জিহাদ।

জিহাদের শরয়ি অর্থ

জিহাদের দুটো শরয়ি অর্থ রয়েছে। কুরআন-সুন্নাহয় যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা-ই শরয়ি অর্থ। এক অর্থে জিহাদুন নাফস (নাফসের সাথে জিহাদ)। মুনাফিক ও অন্তরের রোগীরা চায় মানুষ জানুক যে, জিহাদের অর্থ কেবল একটাই। অর্থাৎ জিহাদ মানেই জিহাদুন নাফস (নাফসের সাথে জিহাদ)। জিহাদকে বাতিল করা, এর অর্থ বিকৃতি করা বা গুরুত্ব নষ্ট করার প্রয়াস হিসেবে আমেরিকান জায়নবাদী ইসলামের প্রবক্তারা একে ব্যবহার করে থাকে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নাফসকে পাপ বা প্রলোভনের থেকে বিরত রাখার জিহাদ-সংগ্রাম এবং অন্তর পরিশুদ্ধির জিহাদ ইসলামি জিহাদেরই একটি রূপ। কিন্তু এটাই একমাত্র ধরন বা প্রকার নয়। অন্তরের রোগী মুনাফিকদের জন্য দুসংবাদ যে, কুরআন-সুন্নাহর জিহাদের আরও একটি শরয়ি অর্থ রয়েছে। এটি হলো কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করা। ইমাম কাসানি, ইমাম বুহুতি প্রমুখ উলামা কিরাম বলেন, জিহাদ হলো আল্লাহর জন্য দৈহিকভাবে যুদ্ধ করা। এই যুদ্ধ হচ্ছে আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করা।

> ‘আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার জন্য কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে সর্বশক্তি ব্যয় করা।’[২১৮]

দ্বিতীয় প্রকারের জিহাদের সংজ্ঞা স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। এক লোক জিজ্ঞেস করে, জিহাদ কী। তিনি বলেন,

> ‘কাফিরদের সাথে লড়াই করা, যখন তাদের সাথে দেখা হয়।’[২১৯]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বলে দিয়েছেন, তা-ই যথেষ্ট। অতএব, আমরা বলতে পারি কুরআন-সুন্নাহয় জিহাদ দুই প্রকার। এখন কথা হলো, কুরআন বা সুন্নাহয় জিহাদসংক্রান্ত কিছু পেলে আমরা কীভাবে বুঝবো কোনটা কোন জিহাদ? সাধারণত আয়াত বা হাদিসের ভাষ্যের প্রেক্ষাপট খুব স্পষ্ট হয় যে, এটি কোন প্রকারের জিহাদ। মাঝে মাঝে হাদিসে দুপ্রকারের জিহাদ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এটি প্রেক্ষাপটেই পরিষ্কার বোঝা

---

[২১৮] বদরুদ্দিন আইনি, উমদাতুল কারি, ১৪/১১৫

[২১৯] মুসনাদু আহমাদ, হাদিস নং : ১৭০২৭; শাইখ শুয়াইব আরনাউত এর টীকায় বলেছেন, হাদিসটি সহিহ এবং এর বর্ণনাকারীরা সিকাহ। [নিরীক্ষক]

যায়। হকপন্থী উলামা কিরাম প্রতিটি আয়াত ও হাদিস ব্যাখ্যা করে গেছেন।

কোনো ধরনের নির্দিষ্ট অর্থে সীমিত করা ছাড়াই যখন জিহাদ শব্দটি সাধারণ ও ব্যাপকভাবে উল্লেখ করা হয়, এর অর্থ হয় আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করা। অর্থাৎ কিতাল। আমি যা বলেছি, ইবনু রুশদ এক লাইনে এর সারাংশ করে গেছেন। তিনি বলেন,

> ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কষ্ট-ক্লেশ করেছে, সে-ই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। তবে “আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ” শব্দকে যখন শর্তমুক্ত রাখা হয়, তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, ওই মুজাহিদ যে কাফিরদের বিরুদ্ধে তরবারিসহ যুদ্ধ করে, যেন তারা ইসলামে প্রবেশ করে কিংবা লাঞ্ছিত হয়ে জিযিয়া দিতে বাধ্য হয়।’[২২০]

ইবনু রুশদ বলছেন, যখন ব্যাপক ও সাধারণভাবে শর্তহীন উল্লেখ করা হয়, এর অর্থ হয় তরবারিসহ কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। প্রেক্ষাপট ও প্রসঙ্গই বলে দেবে এটা কোন ধরনের জিহাদ। উলামা কিরাম ব্যাখ্যা করেছেন যে, ব্যাপক ও সাধারণভাবে কোনো আয়াত বা হাদিসে জিহাদ শব্দটি আসলে এর দ্বারা কাফিরদের বিরুদ্ধে স্বশরীরের জিহাদই উদ্দেশ্য। এটি বুঝে আসলে এও বোঝার কথা যে, আল্লাহ যখন জিহাদ ও যুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন, আবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালনও করেছেন, তখন এটি অবশ্যই পবিত্র বিষয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২৮টি যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। এগুলোকে গাযওয়াহ বলা হয়। তারমানে দাঁড়ালো, ইসলামে পবিত্র যুদ্ধ রয়েছে। আর সেটি হলো জিহাদ।

বিশেষ সংস্করণের ‘ইসলাম’

পশ্চিমে বড় হওয়া অনেকের কাছেই বিষয়টি অবাক লাগবে, বিশেষ করে যারা ৯/১১-এর পর জন্মেছে। এর কারণ, এমন মুনাফিকদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, যারা কিনা আমেরিকান জায়নবাদী ইসলাম ছড়িয়ে বেড়ায়। সত্য হলো ইসলামের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এটা এমন সংস্করণের ইসলাম, যা শত্রুদের সন্তুষ্ট করে। এটা শত্রু উপযোগী ইসলাম। এই সংস্করণের ইসলামে তারা জিহাদের পরিভাষা বা এর সঠিক সংজ্ঞা মুছে ফেলেছে। কিছু দ্বীন বিকৃতকারী উম্মাহকে বলে বেড়ায়, জিহাদের আয়াত কেবল সাহাবিদের জন্য প্রযোজ্য ছিল। আবার কেউ কেউ বলে, ইসলামে পবিত্র যুদ্ধ বলতে কিছু নেই। গাযায় এক মানবগোষ্ঠীকে আজ কীভাবে সমূলে উৎপাটন চলছে! আর কিনা বলা হচ্ছে, ইসলামে

[২২০] মুকাদ্দামাতু ইবনি রুশদ : ১/৩৬৯